প্রঃ পরিবারের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উঃ মানবসমাজের একটি শাশ্বত ও বিশ্বজনীন সংগঠন হল পরিবার। কিন্তু এই পরিবারের আকৃতি প্রকৃতি দেশ-কাল নির্বিশেষে অভিন্ন নয়। কতগুলি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের এই প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়গুলি হল – বংশানুক্রম, বাসস্থান, কর্তৃত্ব, উত্তরাধিকার, সৌন সম্পর্কের প্রকৃতি, সংগঠন প্রভৃতি। বিভিন্ন ধরণের পরিবার সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল :-

(ক) পিতৃশাসিত ও মাতৃশাসিত পরিবার :- (Patriarchal & Matriareal Family)

এই ধরণের প্রকারভেদ করা হয় পরিবারের কর্তৃত্বের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে। অর্থাৎ নারী অথবা পুরুষ, যার হাতে পরিবারের কর্তৃত্ব ন্যস্ত আছে তার ভিত্তিতেই পরিবারের এই ধরণের শ্রেণীবিভাজন করা হয়। পরিবারের কর্তৃত্ব যদি পিতা বা স্বামীর হাতে ন্যস্ত থাকে তাহলে সেই পরিবারকে পিতৃ-শাসিত পরিবার (Patriarchal Family) বলা হয়। অপরপক্ষে স্ত্রীর হাতে পরিবারের কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকলে সেই পরিবারকে মাতৃশাসিত পরিবার (Matriareal Family) বলা হয়।

(খ) একগামী ও বহুগামী পরিবার :- (Monogamous & Polygamous Family)

পরিবারকে একগামী ও বহুগামী এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় যৌন সম্পর্কের পরিধির প্রেক্ষিতে। একজন পুরুষ ও একজন নারীর বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে পরিবার গড়ে ওঠে তাকে 'একগামী পরিবার' (Monogamous family) বলে। অপরদিকে একজন পতি ও একাধিক পত্নী অথবা একজন পত্নী ও একাধিক পতি নিয়ে গঠিত পরিবারকে বহুগামী পরিবার (Polygamous family) বলে। তবে প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিককালের সভ্য সমাজে সর্বজন স্বীকৃত ব্যবস্থা হল একগামিতা।

(5) মাতৃবংশানুক্রমিক ও পিতৃবংশানুক্রমিক পরিবার (Matrilineal & Patrilineal family) :-

পরিবারকে বংশানুক্রমের ভিত্তিতে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়, মাতৃকুলের পরিচয়ে যে পরিবার সন্তানের পরিচয় নির্ধারিত হয় এবং সন্তান মাতৃকুলের বংশধর হিসাবে বিবেচিত হয়, সেই পরিবারকে বলা হয় 'মাতৃবংশানুক্রমিক পরিবার' (Matrilineal family), অপরদিকে যে পরিবারে সন্তান পিতৃপুরুষের বংশধর হিসাবে গণ্য হয় এবং সন্তানের পরিচয় পিতৃকুলের পরিচয়ে নির্ধারিত হয় সেই পরিবারকে বলা হয় পিতৃবংশানুক্রমিক পরিবার। (Patrilineal family) মাতৃবংশানুক্রমিক পরিবারে কন্যাসন্তান সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে থাকে। অন্যদিকে পিতৃবংশানুক্রমিক পরিবারে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ করা হয় পিতা-পুত্র-পৌত্র এই ধারা অনুসারে।

Scanned by CamScanner

(খ) পিতৃ-আবাসিক ও মাতৃ আবাসিক পরিবার :-
(Patrilocal & Matrilocal Family)

বিবাহের পর স্বামী এবং স্ত্রীর বাসস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারকে উপরোক্ত দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এ পরিবারে স্ত্রী বিবাহের পরে স্বামীগৃহে অর্থাৎ তার শ্বশুরালয়ে বসবাস করে সেই পরিবারকে বলা হয় পিতৃআবাসিক পরিবার। বিপরীতক্রমে বিবাহের পরে স্বামী যদি স্ত্রীর মাতৃগৃহে গিয়ে বসবাস করে তবে সেই পরিবারকে মাতৃ-আবাসিক পরিবার বলে।

(ঙ) প্রকক ও যৌথ পরিবার :-
(Nuclear & Joint Family)

প্রকক পরিবার গঠিত হয় স্বামী, স্ত্রী এবং এক বা একাধিক সন্তানকে নিয়ে। এই ধরণের পরিবার ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট। স্বামী-স্ত্রী-সন্তান - এই কয়েকজনের মধ্যেই প্রকক পরিবারের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যদিকে আকার-আয়তনের দিক থেকে প্রকক পরিবারের তুলনায় যৌথ পরিবার বৃহদায়তনবিশিষ্ট। রক্তের সম্পর্কের যোগসূত্রের ভিত্তিতে কয়েকটি প্রকক পরিবারের সমন্বিত রূপ যৌথ পরিবার। যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় পুত্রেরা বা কন্যারা বিবাহের পর যথাক্রমে স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে একই পিতামাতার সংসারে বসবাস করে থাকে।

—

Scanned by CamScanner